বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ ২০১৪-২০১৫

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

(গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গণপূর্ত অধিদপ্তর এর ২০১২-২০১৪ অর্থ বৎসরের হিসাব সম্পর্কিত)

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ নং অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ ২০১৪-২০১৫

প্রথম খ-

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

অর্থ বৎসর ঃ ২০১২-২০১৪

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ নং অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
০১	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
০২	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
০৩	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ	২
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৩
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৪
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৪
	অডিটের সুপারিশ	৪
০৪	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৫-১৩
০৫	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	১৩
০৬	অনুচ্ছেদ ভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খন্ড

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ..... বঙ্গাব্দ
খ্রিস্টাব্দ

(**মাসুদ আহমেদ**)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন গণপূর্ত অধিদপ্তরের ২০১২-২০১৪ অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ড পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন গণপূর্ত অধিদপ্তরের সামগ্রিক লেনদেন ও আয়-ব্যয়ের ক্ষুদ্র অংশ অডিট করা হয়েছে বিধায় এ রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত অডিট আপত্তি ও মন্তব্যগুলো কেবলমাত্র উদাহরণমূলক এবং এগুলো গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন গণপূর্ত অধিদপ্তরের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ত্রুটি বিচ্যুতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। কাজেই যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গণপূর্ত অধিদপ্তরের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক দুর্বলতা, অনিয়ম, ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ দূরীকরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা আবশ্যক। বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, সরকারি ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি এ রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। রিপোর্টটি দু'খন্ডে প্রণীত। প্রথম খন্ডে আপত্তি/অনুচ্ছেদসমূহের বিবরণীসহ ম্যানেজমেন্ট ইস্যু সন্নিবেশিত আছে এবং দ্বিতীয় খন্ডে সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট আকারে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরীক্ষা আন্তর্জাতিক মানদন্ড তথা International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) এর প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহ এবং Government Auditing Standards সমূহ বিবেচনায় নিয়ে আলোচ্য নিরীক্ষা সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুনগত মান বৃদ্ধিতে এ রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

তারিখঃ ..... বঙ্গাব্দ
খ্রিস্টাব্দ

(খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নং
০১	সংরক্ষিত বাড়ী অবৈধ দখলদারমুক্ত না করায় মূল্যবান সরকারি সম্পদ বেহাত ও বিপুল আর্থিক ক্ষতির আশংকা।	---	৬
০২	স্বল্প সংখ্যক হালকা যান চলাচলকারী হাইটেক পার্কের অভ্যন্তরীণ রাস্তায় ৬০ মিমি এ্যাজ ফল্ট [illegible] কোর্স [illegible] ৪[illegible] [illegible] মূল্য [illegible] ক্ষ[illegible]	৯৬৬৭২৫০	৭
০৩	পিপিআর/২০০৮ এবং কোডাল বিধির ব্যত্যয় ঘটিয়ে চুক্তি মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয়।	১৪১৯৬৩৩২	৮-৯
০৪	কোডাল বিধি লংঘন করে [illegible] প্র[illegible]কৃ[illegible] স্থ[illegible] [illegible] ক্ষ[illegible]	২৭৯৪৭৬৮০	১০
০৫	কোডাল বিধি লংঘন করে সরকারি কলোনীর বাসায় বসবাসরত অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীগণের নিকট বকেয়া বাসা ভাড়া অনাদায়ী ।	৭২৮৬২৯৭	১১
০৬	চুক্তি পত্রের শর্ত মোতাবেক [illegible]পা[illegible] ব্য[illegible] ([illegible]কৃ[illegible]) ঠি[illegible] [illegible]র্তৃ[illegible] [illegible]কৃ[illegible] [illegible]স [illegible]টি [illegible] প্রাপ্ত ব্য[illegible] গ্য[illegible]ন্ট [illegible] ক্ষ[illegible]	২৩৬৮৯৫৮১	১২
০৭	একই ভাউচার নং ও তারিখ উল্লেখ পূর্বক ভিন্ন ভিন্ন বিল উপস্থাপন এবং সেই মোতাবেক ঠিকাদারকে পরিশোধ।	১১২০৩৭৭	১৩
	সর্বমোট =	**৮,৩৯,০৭,৫১৭**	

অডিট বিষয়ক তথ্য ঃ

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর	ঃ	২০১২-২০১৪
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ	১. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ,চট্টগ্রাম ২. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, গাজীপুর। ৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, শেরে বাংলা নগর-৩, ঢাকা। ৪. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ,কক্সবাজার। ৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ,চট্টগ্রাম-২। ৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-১,ঢাকা। ৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-১, খুলনা। ৮. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কুষ্টিয়া। ৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রাজশাহী-১, রাজশাহী। ১০.নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ পিরোজপুর।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ	কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা।
নিরীক্ষার সময়	ঃ	২২-৩-২০১৪ হতে ২-০৪-২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ	স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান	ঃ	**জনাব খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান** মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যুঃ

- চুক্তি মূল্য এবং বরাদ্দ অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।
- বরাদ্দবিহীন খাতে অর্থ পরিশোধ।
- নির্মাণ ও মেরামত কাজে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- অনিয়মিতভাবে এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয়।
- নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত পিপি উপেক্ষা করা।
- আর্থিক ক্ষমতা, বিধি লঙ্ঘন করে বরাদ্দবিহীন ব্যয় করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।
- বাজেট বরাদ্দ/মঞ্জুরীর অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা।
- কোডাল ও আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- অর্থ আদায়/কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করা।
- সঠিকভাবে হিসাব রক্ষণ না করা।
- নিবিড় তদারকির অভাব।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট/২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস-২০০৮ এর প্রবিধানমালা অনুসরণ না করা।
- এক খাতের বরাদ্দ হতে অন্য খাতে ব্যয়।

অডিটের সুপারিশঃ

- প্রতিবেদনে/রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত সকল অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনিয়মিত ব্যয় নিয়মিতকরণ।
- অডিট আপত্তি নিরসনে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সময়ানুগ হস্তক্ষেপ নিশ্চিতকরণ।
- আর্থিক বিধিবিধান এবং প্রশাসনিক আদেশ কঠোরভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষের তদারকি গতিশীল করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক তা নিরসনকল্পে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- অনুমোদিত পি পি অনুসরণ নিশ্চিত করা।
- ঠিকাদারী বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা।
- যে কোডে অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়, সে কোডে অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং ঃ ০১

শিরোনাম ঃ সংরৰিত বাড়ী অবৈধ দখলদারমুক্ত না করায় মূল্যবান সরকারি সম্পদ বেহাত ও বিপুল আর্থিক ৰতির আশংকা ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের হিসাব ২২-৩-২০১৪ খ্রিঃ হতে ৩১-৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

- নিরীক্ষাকালে পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও সংরক্ষিত বাড়ীর তালিকা হতে দেখা যায় ৭৯টি বাড়ী অবৈধ দখলদাররা দখলে রেখেছে। সরকারি সম্পদ সংরক্ষিত বাড়ীসমূহ অবৈধ দখলমুক্ত করা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্ব ও কর্তব্য। সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে ব্যর্থতার জন্য এবং অবৈধ দখলমুক্ত করার বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় মূল্যবান সরকারি সম্পদ বেহাত হওয়ার আশংকা রয়েছে [পরিশিষ্ট -০১]।

অনিয়মের কারণ ঃ

- সিপিডব্লিউ এ কোডের ১৭৭ (এ) মোতাবেক বিভাগীয় সকল প্রকার সম্পদ রাজস্ব আদায়ের জন্য নির্দেশনা থাকলেও তা এক্ষেত্রে প্রতিপালন করা হয়নি বিধায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের আওতাধীন বাড়ী সমূহ অবৈধ দখলভুক্ত হয়েছে।

ফলাফল ঃ

- সরকারী বাড়ী অবৈধ দখলদারমুক্ত না করায় সম্পদ বেহাত ও বিপুল আর্থিক ক্ষতির আশংকা রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নথি পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব দেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- বিভাগীয় অফিস নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব দেওয়া হবে মর্মে প্রদত্ত জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। সরকারি সংরক্ষিত বাড়িতে অবৈধ দখলদার দীর্ঘদিন থাকতে দেয়া সংশ্লিষ্ট বাড়ী বেহাত হওয়ার আশংকা রয়েছে। অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর পেশাগত ও নৈতিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে দীর্ঘসূত্রতা অবৈধ দখলদারকে সহায়তা করার শামিল।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ৭-৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১০-৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ২৬-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।
- একই ধরণের আপত্তি নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, চট্টগ্রামের ২০০৫-২০১২ সনের অনুচ্ছেদ-০৪ এ উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু কোনরূপ সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- সংরক্ষিত সরকারি বাড়ীর অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করে অবৈধ দখলদারকে পরোক্ষ সহযোগিতা করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

নিরীৰার সুপারিশ ঃ

- অবৈধ দখলভুক্ত বাড়ী সমূহ বিভাগীয়ভাবে দখলে আনয়ন করে অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-০২

শিরোনামঃ স্বল্প [illegible] এ্যা[illegible] ফল্ট [illegible] কোর্স [illegible] ৪[illegible] মূল্য ৯৬,৬৭,২৫০ টাকা [illegible] ক্ষ[illegible]

বিবরণঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গাজীপুর গণপূর্ত বিভাগ গাজীপুর কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব ১৯-০২-২০১৫ খ্রিঃ হতে ২৬-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে হাইটেক পার্কের অভ্যন্তরীণ কার্পেটিং রাস্তা নির্মাণ ও ইউটিলিটি সা জন্য আরসিসি ডাক্ট নির্মাণ কাজে 'কেএসএ ভিইসিএল জেভি' কে পরিশোধকৃত ৮ম চূড়ান্ত বিল-ভাউচার, এমবি, প্রাক্কলন, চুক্তিপত্র ও ক্যাদেশ পর্যালোচনা করা হয়।
- নিরীক্ষায় দেখা যায় ৬০ মিমি পুরত্বে এ্যাজ ফল্ট বেইজ কোর্সের মূল্য ১,৬১,২৪,৯৭৩ টাকা পরিশোধ করার পর ঐ স্থানে ৪০ মিমি পুরু এ্যাজ ফল্ট ওয়ারিং কোর্সের কাজ না করা সত্ত্বেও সম্পাদন দেখিয়ে কাজের মূল্য ৯৬,৬৭,২৫০ টাকা পরিশোধ করা হয়।
- বর্ণিত কাজটি নিরীক্ষা দল কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রতিনিধিসহ সজমনে পরদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালীন সময়ে বর্ণিত কাজটি   সত্যতা প্রমাণিত হয়। তা সত্ত্বেও নিরীক্ষাধীন বিভাগ উক্ত কাজের মূল্য পরিশোধ করায় সরকারের উক্ত টাকা ক্ষতি হয়।
- সম্পাদিত কাজটি অত্যন্ত নিম্ন মানের রাস্তা যা ঢেউয়ের মত উচুঁ নিচু। কাজটি দেখলে মনে হয় না কোন পেশাদার বা দক্ষ ঠিকাদার কর্তৃক কাজটি সম্পাদিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ

- এমবি এর রেকর্ড অনুযায়ী টি-১৬ নং আইটে ৬০ মিমি পুরু জ ল্ট বেইজ কোর্সের ১৩,৯০০ টাকা দরে ১১৬০০৭ ঘন মিটারের মূল্য (১৩,৯০০ ^ ১১৬০.০৭)=১,৬১,২৪,৯৭৩ টাকা পরিশোধ করা হয়। আবার ঐ স্থানে টি-১৭ নং আইটেমে ৪০ মিমি পুরু অ্যাজ ফল্ট কোর্স এর কাজ না করা সত্ত্বেও উক্ত কাজ সম্পাদন দেখিয়ে প্রতি ঘনমিটার ১২,৫০০ টাকা দরে ৭৭৩৩৮ ঘনমিটার কাজের মূল্য পরিশোধ করায় সরকারের (৭৭৩.৩৮ ^ ১২,৫০০) ৯৬,৬৭,২৫০ টাকা ক্ষতি হয় [পরিশি-০২] ।

ফলাফল ঃ

- কাজ না করে মূল্য পরিশোধ করায় এবং নিম্নমানের কাজ করা সত্ত্বেও মূল্য পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- [illegible] সন্তোষজনক নয়। কারণ যে বিষয়ে আপত্তি উস্থাপন করা করা হয়েছে, জবাবে তার সুনিন্দিষ্ট মন্তব্য প্রদান করা হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১৯-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর একটি অগ্রিম পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে অগ্রিম অনুচ্ছেদের তাগিদপত্র ০৬-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে এবং ডিও লেটার জারী করা হয়েছে ২২-০২-২০১৬ খ্রিঃ। মন্ত্রণালয় হতে ব্রডশীট জবাব পাওয়ার পর ব্রডশীট জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় আপত্তিটি অনিষ্পন্ন হিসাবে ০৫-০৩-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে জবাব প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- কাজ না করে মূল্য পরিশোধের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তরে জবাব প্রেরণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

শিরোনামঃ পিপিআর/২০০৮ এবং কোডাল বিধির ব্যত্যয় ঘটিয়ে চুক্তি মূল্য অপেৰা অতিরিক্ত ব্যয় ১,৪১,৯৬,৩৩২ টাকা।

বিবরণঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, শেরে বাংলা নগর-৩, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম-২ কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরের হিসাব ০১-০২-২০১৫ খ্রিঃ হতে ০৯-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

- নিরীক্ষাকালে ভেরিয়েশন, কার্যাদেশ, অগ্রগতি প্রতিবেদন ও আনুসাঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, শেরে বাংলা নগর-৩ এর সিভিল সার্ভিস কলেজের অস্থায়ী সেমি পাকা একাডেমী ভবন নির্মাণ কাজটি ১,০৮,৫৭,৫৩৫/-টাকায় সম্পাদন করার জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে দেয়া হয়। পরবর্তীতে ভেরিয়েশনের মাধ্যমে (১,৩০,৬৪,৪২৭-১,০৮,৫৭,৫৩৫)= ২২,০৬,৮৯২/-টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে যা চুক্তি মূল্যের প্রায় ২০.৩৩% বেশি। যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভেরিয়েশনের অনুমোদন নাই।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, কক্সবাজার কার্যালয়ের জাতীয় সমুদ্র গবেষনা ইনষ্টিটিউট স্থাপন, উপখাত তিনতলা বিশিষ্ট রেস্টহাউজ নির্মাণ কাজটি ১,৪৬,২০,৬৪৩ টাকায় সম্পাদন করার জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে চারটি ভেরিয়েশনের মাধ্যমে (১৫,০৭,৬৯৬+১৪,৬৪,২১৪+ ২৩,৫৭,৬৬৫+২৯,৯২,৪৭২) = ৮৩,২২,০৪৭ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধের অনুমোদন দেয়া হয়েছে, যা চুক্তি মূল্যের ৫৬.৯২% বেশী। ১ম ভেরিয়েশন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম অনুমোদন করেন। ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ ভেরিয়েশন অনুমোদন করেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম জোন।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম-২ এ পুলিশ বিভাগের ৫০টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্লান নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় "চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানা" ভবনের নির্মাণ কাজটি ১,৯৯,১৩,২৪১.০৮ টাকায় সম্পাদন করার জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে দেয়া হয়। উক্ত চুক্তি মূল্যের উপর ভিত্তি করে অতিরিক্ত কাজ এবং নন টেন্ডার আইটেম বাবদ ৬৯,০১,৯২৩.৭৫ টাকা যা ৩৪.৭৩% অতিরিক্ত ভেরিয়েশন করা হয়। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম জোন, অনুমোদন করেন। উল্লেখ্য যে, ডিপ টিউবওয়েল, বাউন্ডারী ওয়াল, এপ্রোচ রোড এবং সাইট উন্নয়ন বাবদ ৩৬,৬৭,৩৯৩ টাকার মূল কাজের সংশ্লিষ্ট না হওয়ায় আলাদাভাবে বাস্তবায়ন যোগ্য।
- এতে দেখা যায় যে,পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজ ভেরিয়েশনের মাধ্যমে চুক্তি মূল্য অপেক্ষা (২২,০৬,৮৯২+৮৩,২২,০৪৭+৩৬,৬৭,৩৯৩)= ১,৪১,৯৬,৩৩২ অতিরিক্ত হয় [পরিশিষ্ট-০৩]।

অনিয়মের কারণ ঃ

- CPWD-□□□□□ -কোডের ৮১ এবং ৮৩ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক অনুমোদিত ড্রইং ডিজাইনের ভিত্তিতে প্রাক্কলন প্রস্তুত যাতে করে ননটেন্ডার/ আইটেমের প্রয়োজন।
- পিপিআর/০৮ এর বিধি ৭৮(৩)এর তফসিল-২ মোতাবেক কোন কাজের ভেরিয়েশন অর্ডার বা এসটি হলে নতুনভাবে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে উক্ত কার্য সম্পাদন করতে হয় এবং ১৫ এর মধ্যে হলে তা প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদনযোগ্য।

ফলাফল ঃ

- অনিয়মিত ভেরিয়েশন মূল্য পরিশোধ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, শেরেবাংলা নগর-৩, নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে বিস্তারিত জবাব প্রদান করা হবে
- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার অপত্তিতে বর্ণিত ৪টি ভেরিয়েশন সংশ্লিষ্ট কাজের স্বার্থে ১ম ভেরিয়েশন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী চট্টগ্রাম গণপূর্ত সার্কেল-২, চট্টগ্রাম এর দপ্তর হইতে এবং ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ ভেরিয়েশন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম জোন, চট্টগ্রাম কর্তৃক হয়েছে। যাহার মূল্য দরপত্র মূল্যের ৫০% এর নীচে রয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, শেরেবাংলা নগর-৩ চট্টগ্রাম বাস্তবতার আলোকে কাজের প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ আলোচ্য ভেরিয়েশন অনুমোদন করেছেন।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারন বর্ণিত কাজের সকল কাগজপত্র যাচাই করেই আপত্তি করা হয়েছে। পিপিআর-২০০৮ ও কোড আনুযায়ী ১৫ এর অধিক ভেরিয়েশন অনুমোদন গ্রহনযোগ্য নয়।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে শেরেবাংলা নগর-৩ ০৬-০১-২০১৬খ্রিঃ, কক্সবাজার কার্যালয় ০৮-০৯-২০১৫খ্রিঃ এবং চট্টগ্রাম-২ ১৬-০৯-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২১-০৩-২০১৬খ্রিঃ, ২৬-১১-২০১৫খ্রিঃ এবং ১১-১১-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত সময়ে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ০৩-০৪-২০১৬খ্রিঃ, ১২-০১-২০১৬ এবং ১৪-১২-২০১৫খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি শেরে-বাংলা নগর-৩ এবং কক্সবাজার কার্যালয় এর ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া যায়নি। চট্টগ্রাম-২ এর ব্রডশীট জবাব নিরীক্ষান্তে দেখা যায় আপত্তির সাথে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় প্রমাণক চুক্তি মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয় এর অনুমোদন না থাকায় বিগত ২৬-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ নিষ্পত্তিমূলক পূনঃ জবাব চেয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ব্রডশীট জবাব পাঠানো হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক

অনুচ্ছেদ নং-০৪

শিরোনামঃ কোডাল বিধি লংঘন করে ইজারা প্রদানকৃত স্থাপনার ইজারা ভাড়া আদায় না করায় সরকারি রাজস্ব ক্ষতি ২,৭৯,৪৭,৬৮০ টাকা।

বিবরণ:-

- নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-০১, ঢাকা অফিসের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব ০১-০২-২০১৫ খ্রিঃ হতে ০৯-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে সরকারি স্থাপনা সংক্রান্ত নথি এবং অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় ইজারা প্রদানকৃত স্থাপনার ইজারা ভাড়া বাবদ ২,৭৯,৪৭,৬৮ টাকা আদায় না করে সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।
- বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অডিটি প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকার শিল্প ব্যাংক ভবনের নিচ তলায় অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের নিকট হতে ০১-০১-২০১০ খ্রিঃ হতে ৩১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৫ (পাঁচ) বছরের ভাড়া বাবদ ২,৩২,৮৯,৭৩৪ টাকা, ভ্যাট বাবদ ৩৪,৯৩,৪৬০ টাকা এবং আয়কর বাবদ ১১,৬৪,৪৮৭ টাকাসহ সর্বমোট (২,৩২,৮৯,৭৩৪ + ৩৪,৯৩,৪৬ + ১১,৬৪,৪৮) ২,৭৯,৪৭,৬৮ টাকা আদায় করা হয়নি [পরিশিষ্ট-০৪]।

অনিয়মের কারণ ঃ

- সিপিডব্লিউ 'এ' কোডের-১৭৭ (এ) নং বিধাননুযায়ী যে কোন সরকারি রাজস্ব আদায় করার দায়িত্ব নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব অবহেলার জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন

ফলাফল ঃ

- এক্ষেত্রে সরকারি রাজস্ব যথাসময়ে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ২,৭৯,৪৭,৬৮০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, রাজস্ব আদায় করে প্রমাণকসহ অডিটকে অবহিত করা হবে।

অডিটের মন্তব্য:

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব স্বীকারোক্তিমূলক। উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১২-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২৯-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ২২-০২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশ :

- জবাব অনুযায়ী ইজারার অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৫

শিরোনাম ঃ কোডাল বিধি লংঘন করে সরকারি কলোনীর বাসায় বসবাসরত অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীগণের নিকট বকেয়া বাসা ভাড়া বাবদ ৭২,৮৬,২৯৭ টাকা অনাদায়ী ।

বিবরণ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ খুলনা-১, কুষ্টিয়া, □□□□□-১ অফিসের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের হিসাব ২০-০২-২০১৫ হতে ০১-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয় ।
- নিরীক্ষাকালে সরকারি কর্মচারীগণের বাসা ভাড়া সংক্রান্ত নথি ও বকেয়া বাড়ী ভাড়ার তালিকা পর্যালোচনা করা হয়।
- পর্যালোচনায় দেখা যায়, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীগণের নিকট নিরীক্ষা চলাকালীন পর্যন্ত (জানুয়ারী/২০১৫) বাসা ভাড়া বাবদ ৭২,৮৬,২৯৭ টাকা অনাদায়ী রয়েছে ।
- উল্লেখ্য যে, দীর্ঘদিন যাবত বকেয়া বাড়ী ভাড়া অনাদায়ের ফলে সরকার রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে [□□□□□-৫(১-৩)]।

অনিয়মের কারণ ঃ

- সিপিডব্লিউ এ কোডের ১৭৭ (এ) মোতাবেক বিভাগীয় সকল প্রকার রাজস্ব আদায়ের জন্য নির্দেশনা থাকলেও তা এক্ষেত্রে প্রতিপালন করা হয়নি । যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় দিন দিন বকেয়ার পরিমান আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ফলাফল ঃ

- বকেয়া বাসা ভাড়া আদায় না হওয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-১, খুলনা - আলোচ্য অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে বিভাগীয় জবাবে তাৎক্ষনিকভাবে জানানো যাচ্ছে যে, বকেয়া বাড়ী ভাড়া আদায়ের লক্ষে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ,কুষ্টিয়া-আলোচ্য অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বকেয়া বাড়ী ভাড়া আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট এলোটিদের নিকট বার বার তাগিদ প্রদান করা হচ্ছে এবং বাড়ি ভাড়া আদায়ের প্রক্রিয়া চলছে ।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-১, □□□□□-বাসা ভাড়া আদায় একটি চলমান প্রক্রিয়া। বর্ণিত আপত্তিতে উল্লেখিত বাসা ভাড়া আদায় পূর্বক অডিটকে জানানো হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব স্বীকৃতিমূলক ও অন্তবর্তীকালীন বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়। বাসা ভাড়া দীর্ঘদিন যাবৎ আনাদায়ী থাকার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে। বাসা ভাড়া আদায় না করার জন্য বিভাগীয় কর্মকর্তা দায়ী।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৬-০৫-২০১৫ খ্রিঃ হতে ২১-০৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১৮-০৮-২০১৫ খ্রিঃ হতে ২০-০৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ খুলনা-১, কুষ্টিয়া ও রাজশাহী-১ এর আধা সরকারী পত্র জারি করা হয় ১৪-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে। কিন্তু অদ্যাবধি কোন ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সরকারি কলোনীর বাসায় বসবাসরত অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীগণের নিকট বকেয়া বাসা ভাড়া দ্রুত আদায় করে তা সরকারি কোষাগারে জমাকরণ সহ সংশ্লিষ্ট খাতে হিসাব ভুক্ত করা প্রয়োজন ।

অনুচ্ছেদ নংঃ ০৬

শিরোনামঃ চুক্তি পত্রের শর্ত মোতাবেক কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ (বাতিলকৃত) ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাবদ প্রাপ্ত ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন না করায় সরকারের আর্থিক ৰতি ২,৩৬,৮৯,৫৮১ টাকা ।

বিবরণ :

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গনর্পূত বিভাগ, কুষ্টিয়া কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ আর্থিক বছরের হিসাব ২৬-০২-২০১৫ খ্রিঃ হতে ০৫-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে বাংলাদেশে ৬৪ টি জেলা সদরে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কুষ্টিয়া কোর্ট ভবন নির্মাণ কাজের নথি নং-১৩৮ পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, নির্ধারিত সময়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কাজটি না করায় গত ০৮-০৯-১৩ খ্রি: তারিখে তার চুক্তিপত্র বাতিল করা হয় কিন্তু নিরীক্ষিত অফিস কর্তৃক ঠিকাদারের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করে তার পারফরমেন্স সিকিউরিটি
- চুক্তি অনুযায়ী কাজটি সমাপ্তির তারিখ ছিল ২৮-১২-২০১২ খ্রিঃ । কিন্তু এরই মধ্যে কাজটির কোনরুপ অগ্রগতি না হওয়া সত্বেও বিভিন্ন সময়ে ঠিকাদারকে ২,৬৯,৩০,৬৪৯ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।কাজটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে শুধুমাত্র কয়েকটি পাইলিং ছাড়া দৃশ্যমান কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। পরবতে ঠিকাদার কাজ করতে সম্পূর্ন ব্যর্থ হওয়ায় ০৮-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ১৬৬৯ নং পত্রের মাধ্যমে ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা লিকুইডিটেড ড্যামেজ আরোপ করে ঠিকাচুক্তি বাতিল করা হয় [পরিশিষ্ট-০৬]।

অনিয়মের কারণঃ

- ITT Clause 53.3(iii) তে উল্লেখ রয়েছে যে, "The proceeds of the Performance Security shall be payable to the procuring entity unconditionally upon first written demand as compensation for any loss resulting from the contractors failure to complete its obligation under the contract" কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা প্রতিপালন না করায় সরকারের উপরোক্ত অর্থের ক্ষতি হয়েছে ।
- উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার উক্ত চুক্তি বাতিলের বিরুদ্ধে ০৯-১০-১৩ খ্রিঃ তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে ৯৭৫৪ নং রিট পিটিশন দাখিল করেন। কিন্তু নিরীক্ষিত অফিস কর্তৃক ০৮-০৯-১৩ হতে ০৯-১০-১৩ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়নের জন্য কোনরুপ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। উপরোক্ত মামলা করার পর দীর্ঘ ১মাস ২০দিন পর ২৯-১০-১৩ খিঃ তারিখে ব্যাংক বরাবর পত্র দেওয়া হয়

ফলাফল ঃ

- অদ্যাবধি ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন না করায় সরকারের উপ অর্থের ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা যাচ্ছে যে, অডিট আপত্তির প্রক্ষিতে তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো যাচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে ৯৭৫৪ নং রিট পিটিশন দাখিল ক কাজটি স্থগিত আছে।

নিরীৰার মন্তব্যঃ

- আপত্তির সাথে জবাব সংশ্লিষ্ট নয় বিধায় গ্রহনযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি। কেননা আপত্তিতে পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাবদ প্রাপ্ত ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়নের বিষয়ে বলা হয়েছে কিন্তু জবাবে বলা হয়েছে ঠিকাদার মাননীয় হাইকোর্টে মামলা করায় কাজটি বন্ধ রয়েছে। এমতাবস্থায় চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী যথাসময়ে ব্যাংক গারান্টি নগদায়ন না করায় এবং ঠিকাদারের কাজের চেয়ে অতিরিক্ত বিল প্রদানের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারন করা প্রয়োজন।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৬-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৮-০৮-২০১৫খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ১৪-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। সর্বশেষ ০৮-০২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায়। নিরীক্ষান্তে দেখা যায় আপত্তির সাথে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় প্রমাণক না থাকায় বিগত ০২-০৫-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ নিস্পত্তিমূলক জবাব চেয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ব্রডশীট জবাব পাঠানো হয়।

নিরীৰার সুপারিশঃ

- এতদ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারন পূর্বক ক্ষতির টাকা আদায় করে প্রমানকসহ অডিট অফিসে জবাব প্রেরণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং- ০৭

শিরোনামঃ একই ভাউচার নং ও তারিখ উলেল্বখ পূর্বক ভিন্ন ভিন্ন বিল উপস্থাপন এবং সেই মোতাবেক ঠিকাদারকে ১১,২০,৩৭৭ টাকা পরিশোধ।

বিবরণঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, পিরোজপুর অফিসের ২০১৩-২০১৪ আর্থিক সনের হিসাব ২৮-০৩-২০১৫ খ্রিঃ হতে ০২-০৪-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে পরিশিষ্ট-০৭ তে বর্ণিত ২ জন ঠিকাদারের মাধ্যমে সম্পাদিত মেরামত কাজের ক্যাশ বই ভাউচার পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, ঠিকাদার মেসার্স সুনিল কুমার পাইক কর্তৃক সম্পাদিত পিরোজপুর পুলিশ সুপারের অফিসের বাইরে ওয়েদারকোটসহ মেরামত কাজের বিল বাবদ ১,৭৯,৯০০ টাকা ০৪-০৬-২০১৪ তারিখ হতে ৩০-৬-২০১৪ তারিখের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করে ১ম চুড়ান্ত ভাউচার নং-১০৩, তারিখ- ২৯-৬-২০১৪ এ পরিশোধ করা হয়েছে। যার রেকর্ড ক্যাশ বহিতে বিদ্যমান আছে।
- ঠিকাদার মেসার্স শেখ এন্ড সন্স কর্তৃক সম্পাদিত পিরোজপুর জেলা সার্কিট হাউজের ড্রেন উচু করণসহ ভূমি উন্নয়ন ও র‍্যাম্পের সম্মুখে প্রয়োজনীয় সিসি ঢালাই কাজের বিল বাবদ ১১,২০,৩৭৭ টাকা ০৫-০৬-২০১৪ তারিখ হতে ৩০-৬-২০১৪ তারিখের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করে ১ম চুড়ান্ত ভাউচার নং-১০৩, তারিখ ২৯-৬-২০১৪ এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে। যার রেকর্ড ক্যাশ বহিতে বিদ্যমান নাই। অর্থাৎ বর্ণিত কাজটি সম্পাদন ছাড়াই ভূয়া রেকর্ড পত্র তৈরী করে ভূয়া ক্যাশ বহি নম্বর বসিয়ে ঠিকাদারকে অর্থ পরিশোধ দেখিয়ে সরকার তহবিল হতে অর্থ উত্তোলন করা হয়েছে **[পরিশিষ্ট-০৭]**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- জিএফআর বিধি-২২ অনুযায়ী চুরি ঘাটতি বা অন্য কোন ভাবে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হলে তা অবহিত হওয়ার সাথে সাথেই তা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। পরবর্তীতে বিস্তারিত তদন্ত সম্পাদন করে ঘটনা সম্পর্কিত একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন সুপারিশসহ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে প্রদান করতে হবে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক জড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- জিএফআর বিধি-২৩ অনুযায়ী সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তার বা তার অধীনস্থ অন্য কোন কর্মকর্তার দায়িত্বে অবহেলার জন্য জালিয়াতি, প্রতারণা, ঘাটতি বা অন্য কোন ভাবে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হলে সে জন্য তিনি শতভাগ দায়ী

ফলাফল ঃ

- কাজ সম্পাদন ছাড়াই মনগড়া রেকর্ডপত্র তৈরী করে ক্যাশ বহি নম্বার বসিয়ে ঠিকাদারকে অর্থ পরিশোধ করায় সরকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- এ বিষয়ে অডিটি প্রতিষ্ঠানকে জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক জবাবে জানান যে, নথিপত্র পর্যালোচনা পূর্বক পরবর্তীতে বিস্তারিত জবাব প্রদান করা হবে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের তাৎক্ষণিক জবাব অবর্তীকালীন বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১০-০৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২০-০৮-২০১৫খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ১৫-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- ভুয়া বিলের মাধ্যমে ঠিকাদারকে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক সমুদয় অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে জড়িত সমুদয় প্রমাণকসহ পরবর্তী জবাব প্রেরণ আবশ্যক

.....বঙ্গাব্দ
তারিখ ঃ ---------- ।
.....খ্রিষ্টাব্দ

(খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।